নারী-৪

সালমা ইয়াসমিন নিতি

মাতৃজঠরের সেই সুপ্ত ভ্রূনটি কি জানে
২৭০ দিনের গর্ভযন্ত্রনা সয়ে তিল তিল রক্তমাংসের শরীরে তাকে বড় করছে এক নারী।
প্রসবযন্ত্রনা ভুলে যায় তার আগমন বার্তায়,
আপন শরীরের সুধা পান করায়, সেই নারী।

পৃথিবীর রূপ-রস, গন্ধে বেড়ে ওঠো তুমি,
মায়ের আচঁল তলেই কেটে যায় তোমার উচ্ছল- চপল শৈশব।
বোনের ভালবাসায় সরস-সজীব তোমার সবুজ কৈশোর।

প্রমত্ত উম্মাদনায় এমনি করে একদিন আসে যৌবন।
যৌবনের প্রমোদ কাননে রণরঙ্গিনির মনোবাগানে
ফুলের মালায় সুশোভিত তোমার প্রতিটি প্রহর।

প্রৌঢ়ের সকল ব্যস্ততা, যন্ত্রনায়,
যাপিত জীবনের দুঃখ ক্লেশ, ব্যথা আশ্লেষে চাও প্রিয়তমা পত্নীর ছায়া ।

অতঃপর আসে বার্ধক্য,
শরীর মন দুই নিয়ে আবারো ফিরে যাও শৈশবে।
কখনো পুত্রবধূর স্নেহের শাসনে, কখনোবা কন্যার সুশীতল ছায়াতলে।

সৃষ্টি আর সময়ের কি অমোঘ বিধান
জীবনের প্রতিটি বাঁকে তুমি ফিরে যাও একই গন্তব্যে।
অথচ কি নির্বোধ অহংকারে পুরুষ মাত্রই অস্বীকার করেছো এই নারীকে,
পিতা-ভাই, স্বামী, ছেলের সংসারে সে কেবলই নির্যাতিতা, নিষ্পেষিতা দুর্বল মেরুদন্ডের এক নারী।

দিন বদলায়, বদলায় নির্যাতনের রূপ, কৌশল,
শুধু পরিচয় বদলায় না এই নারীর!